SSC-2026

প্যারালাল TEXT

বাংলা ২য় পত্র

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতা
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
সর্বশেষ সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২৫

Fixed Price
২৯৫/-
(দুইশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র)

কপিরাইট © উদ্ভাস

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ

জ্ঞান গরিমায় ভুলে না যাই-গুরু জ্ঞানের আধার,
সলিল সমাধি ঘটতো কবেই-না শেখালে সাঁতার!

স্মরণ করছি সেই সকল সাদা-কালো যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মানিত যোদ্ধাদের, যাঁদের হাতে সভ্যতার সবচেয়ে ভারি অস্ত্র বই ও কলম রক্ষার মহান দায়িত্ব। সব সময়ের নায়ক, যাঁদের পরিচয় সকল দেশে, সকল বর্ণেই এক। এদের আলাদা কোন নাম নেই, পরিচয় নেই, একটাই পরিচয় আর তা হলো-"শিক্ষক"। শিক্ষকই নিজ হাতে তৈরি করছেন এক এক জন সফল মানুষ। বলা যায়, একজন শিক্ষক আর একটি ভাল বই গোটা বিশ্বকে বদলে দিতে পারে। এই প্রচার বিমুখ মানুষগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ কদাচিৎ ঘটে। আর কয়েকটি লাইন এই মানুষগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কখনোই যথেষ্ট নয়। তাঁদের ঋণ শোধ করার দুঃসাহসও করতে নেই! কায়মনোবাক্যে শুধু একটাই চাওয়া-ভাল থাকুক ধরিত্রীর সকল সাদা-কালো যোদ্ধা!

সূচিপত্র

দশম শ্রেণি (শর্ট সিলেবাস)

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ব্যাকরণ অংশ	
০১	ধ্বনি ও বর্ণ	০২
০২	স্বরধ্বনি	০৫
০৩	ব্যঞ্জনধ্বনি	০৯
০৪	বর্ণের উচ্চারণ	১৪
০৫	শব্দ ও পদের গঠন	১৭
০৬	উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন	২০
০৭	প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন	২৫
০৮	সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন	৩১
০৯	শব্দের শ্রেণিবিভাগ	৩৮
১০	বিশেষ্য	৪১
১১	সর্বনাম	৪৪
১২	বিশেষণ	৪৭
১৩	ক্রিয়া	৫০
১৪	ক্রিয়াবিশেষণ	৫৫
১৫	অনুসর্গ	৫৭
১৬	যোজক	৬০
১৭	আবেগ	৬২
১৮	বাক্যের অংশ ও শ্রেণিবিভাগ	৬৫
১৯	বাক্যের বর্গ	৬৮
২০	উদ্দেশ্য ও বিধেয়	৭১
২১	সরল, জটিল, ও যৌগিক বাক্য	৭৩
২২	বাগর্থ	৭৮
২৩	বাগ্‌ধারা	৮২
২৪	প্রতিশব্দ	৯০
২৫	বিপরীত শব্দ	৯৬
২৬	শব্দজোড়	১০০
২৭	বাক্য সংকোচন	১০৫
	নির্মিতি অংশ	
২৮	অনুচ্ছেদ	১০৮
২৯	সারাংশ ও সারমর্ম	১১৫
৩০	ভাব-সম্প্রসারণ	১২৫
৩১	বাংলায় অনুবাদ	১৩৪
৩২	চিঠিপত্র	১৪০
৩৩	সংবাদ প্রতিবেদন	১৫৬
৩৪	প্রবন্ধ	১৫৯

Gmail

পারস্পরিক সহযোগিতা-ই পারে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে...

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি, 'SSC Parallel Text' তোমাদের কাছে অনেক বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লিখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।

Email : solutionb.udvash@gmail.com

Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

(i) 'SSC Parallel Text' এর বিষয়ের নাম, (ii) পৃষ্ঠা নম্বর (iii) প্রশ্ন নম্বর (iv) ভুলটা কী (v) কী হওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়।

উদাহরণ: 'SSC Parallel Text' বাংলা ২য় পত্র, পৃষ্ঠা-০৩, প্রশ্ন-০৭, দেওয়া আছে, '৩০টি' কিন্তু হবে '১১টি'।

ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোনো পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভ কামনায়

উদ্ভাস একাডেমিক টিম

NCTB প্রদত্ত চূড়ান্ত প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বিভাজন

বাংলা ২য় পত্র: মান বণ্টন

পূর্ণমান: ৭০+৩০=১০০

➤ রচনামূলক অংশের জন্য ৭০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে।

❖ **রচনামূলক অংশ: ৭০ নম্বর**

✓ অনুচ্ছেদ রচনা (২টি থেকে ১টি)	১০ × ১ = ১০ নম্বর
✓ চিঠিপত্র/সংবাদপত্র প্রতিবেদন (২টি থেকে ১টি)	১০ × ১ = ১০ নম্বর
✓ সারাংশ বা সারমর্ম (২টি থেকে ১টি)	১০ × ১ = ১০ নম্বর
✓ ভাবসম্প্রসারণ (২টি থেকে ১টি)	১০ × ১ = ১০ নম্বর
✓ বাংলায় অনুবাদ (১টি)	১০ × ১ = ১০ নম্বর
✓ প্রবন্ধ/রচনা (৩টি বর্ণনামূলক রচনা থেকে ১টি)	২০ × ১ = ২০ নম্বর

❖ **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ৩০ নম্বর**

(ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশের বাগ্‌ধারা, বাক্য সংকোচন ও প্রবাদ-প্রবচন)

✓ ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর ১।	১ × ৩০ = ৩০ নম্বর
✓ সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।	মোট = ১০০ নম্বর

> যদি আমার ও তোমার নিকট ১টি করে আপেল থাকে এবং আমরা যদি একে অপরের সাথে তা বদল করি, তাহলে আমাদের কাছে ১টি করে আপেলই থাকে। কিন্তু যদি এই একই ব্যাপার ২টি আইডিয়ার ক্ষেত্রে ঘটে তবে আমাদের ২ জনের নিকট ২টি করে আইডিয়া থাকবে।
>
> **- জর্জ বার্নার্ড শ'**

পরিচ্ছেদ ০৫

ধ্বনি ও বর্ণ

সাধারণ আলোচনা

কোনো ভাষার বাক্‌প্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে কতগুলো মৌলিক ধ্বনি পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায়ও কতিপয় মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। এগুলোকে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়। ধ্বনির প্রতীক বা ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলে। ধ্বনি মুখে উচ্চারণ ও কানে শোনার বিষয় এবং বর্ণ চোখে দেখা ও লেখার বিষয়।

সংজ্ঞাসমূহ

ধ্বনি: ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি বলে।

স্বরধ্বনি: যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ু মুখ গহ্বরের কোথাও বাধা পায় না, সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে।

ব্যঞ্জনধ্বনি: যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ু মুখের বাইরে বের হওয়ার আগে বাক্‌প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বাধা পায়, সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

বর্ণ: ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় বর্ণ।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ✓ ভাষার ক্ষুদ্রতম একক– ধ্বনি।
- ✓ বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনি রয়েছে মোট– ৩৭ টি।
- ✓ মৌলিক স্বরধ্বনি– ৭ টি।
- ✓ মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি– ৩০ টি।
- ✓ বাতাস মুখের ভিতর কোথাও বাধা পায় না– স্বরধ্বনি উচ্চারণে।
- ✓ বায়ু মুখের বাইরে বের হওয়ার আগে বাক্‌প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বাধা পায়– ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে।

মৌলিক স্বরধ্বনি	মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি
অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।	ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্, প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্, র্, ল্, শ্, স্, হ্, ড়্, ঢ়্।

- ✓ ধ্বনির প্রতীককে বলে– বর্ণ।
- ✓ 'ধ্বনি' কানে শোনার বিষয়, কিন্তু 'বর্ণ' চোখে দেখার বিষয়।
- ✓ বাংলা ভাষার সবগুলো বর্ণকে একত্রে বলা হয়– 'বাংলা বর্ণমালা'।
- ✓ বাংলা ভাষায় বর্ণ রয়েছে– ৫০ টি। স্বরবর্ণ– ১১ টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ– ৩৯ টি।
- ✓ মূল বর্ণের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় রয়েছে – কারবর্ণ, অনুবর্ণ, যুক্তবর্ণ, সংখ্যাবর্ণ।
- ✓ স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে– কারবর্ণ। মোট কারবর্ণ– ১০ টি।
- ✓ কোনো স্বতন্ত্র ব্যবহার নেই– কারবর্ণের।
- ✓ কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে কারবর্ণ বা হস্‌চিহ্ন না থাকলে ধরে নিতে হবে–ব্যঞ্জনটির সঙ্গে একটি [অ] আছে।
- ✓ ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপ– অনুবর্ণ।
- ✓ অনুবর্ণসমূহ: ফলা, রেফ ও বর্ণসংক্ষেপ।
- ✓ ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে– ফলা। ফলা মোট– ৬ টি।
- ✓ 'রেফ', র-এর একটি অনুবর্ণ।
- ✓ ত-এর একটি বর্ণসংক্ষেপ– 'ৎ'।
- ✓ যুক্তবর্ণ দুই রকম: স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ।
- ✓ সংখ্যা নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়– সংখ্যাবর্ণ। সংখ্যাবর্ণ মোট– ১০ টি। যথা: ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,০।

স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ	ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ

স্বচ্ছ যুক্তবর্ণ	অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ	ফলা	বর্ণ সংক্ষেপ
ক্ট, জ্জ,জ্ব, ড্ড, ণ্ট, ন্ড, প্প, স্ত, স্ফ, ল্ক, শ্চ, স্থ, স্ট,ল্ফ, প্রভৃতি।	ক্ম (ক্+ম), ক্ষ (ক্+ষ), ক্ষ্ম (ক্+ষ্+ম), ক্স (ক্+স), ঙ্ক (ঙ্+ক), ঞ্চ (ঞ্+চ), ঞ্জ (ঞ্+জ), ত্থ (ত্+থ), ণ্ড (ণ্+ড), ন্ধ (ন্+ধ), ভ্রূ (ভ্+র্+উ), হ্ম (হ্+ম), ষ্ণ (ষ্+ণ), হু(হ্+উ), ব্ধ(ব্+ধ), ত্র (ত্+র), শু (শ্+উ), হৃ (হ্+ঋ), হ্ন (হ্+ন) প্রভৃতি।	ন-ফলা (ন), ব-ফলা (ব), ম-ফলা (ম), য-ফলা (্য), র-ফলা(্র), ল-ফলা (ল)।	[illegible]

জেনে রাখা ভালো

- ✓ [অ] ধ্বনির কোনো কারবর্ণ নেই।
- ✓ বাংলা 'ঋ' ধ্বনিকে প্রকৃত স্বরধ্বনি বলা চলে না। এর উচ্চারণ 'রি'। সংস্কৃত বর্ণমালায় এই ধ্বনিটি স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়।

বোর্ড MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি? [ঢা. বো.'২৪]
(ক) [ঐ] (খ) [ই] (গ) [ঔ] (ঘ) [ঈ] Ⓐ খ

০২। অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ কোনটি? [চ. বো.'২৪]
(ক) ই (খ) ক্ষ (গ) স্থ (ঘ) প্ট Ⓐ খ

০৩। বাংলা ভাষায় কোন স্বরবর্ণটির সংক্ষিপ্ত রূপ নেই- [সি. বো.'২৪; ব.বো.'২২]
(ক) এ (খ) ঔ (গ) অ (ঘ) ই Ⓐ গ

০৪। নিচের কোন যুক্তবর্ণটি অস্বচ্ছ? [ব.বো.'২৪]
(ক) প্ত (খ) ক্ষ (গ) জ্জ (ঘ) ব্দ Ⓐ খ

০৫। কোনটি স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণের উদাহরণ? [কু.বো.'২৪]
(ক) ষ্ণ (খ) হ্ম (গ) ঞ্চ (ঘ) ক্ষ Ⓐ গ

০৬। নিচের কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি? [দি.বো.'২৪]
(ক) অ্যা (খ) ঐ (গ) ঔ (ঘ) ঈ Ⓐ ক

০৭। মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি কতটি? [ঢা.বো.'২৩]
(ক) ৭টি (খ) ১১টি (গ) ৩০টি (ঘ) ৩৯টি Ⓐ গ

০৮। যুক্তবর্ণ কয় রকম হয়? [রা.বো.'২৩]
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ Ⓐ ক
ব্যাখ্যা: (ক); স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ।

০৯। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কী? [চ.বো.'২৩]
(ক) ধ্বনি (খ) বর্ণ (গ) শব্দ (ঘ) বাক্য Ⓐ ক

১০। মোট কয়টি স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ রয়েছে? [য.বো.'২৩]
(ক) ৫টি (খ) ৭টি
(গ) ১০টি (ঘ) ১১টি Ⓐ গ
ব্যাখ্যা: (গ); স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে। কারবর্ণ ১০টি।

১১। নিচের কোনটি অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ? [দি.বো.'২৩]
(ক) ণ্ট (খ) স্ট (গ) হ্ন (ঘ) স্ফ Ⓐ গ

১২। বাংলা ভাষায় পরাশ্রয়ী বর্ণ কয়টি? [সি.বো.'২২]
(ক) ৩ টি (খ) ৪ টি (গ) ৫ টি (ঘ) ৬ টি Ⓐ ক
ব্যাখ্যা: (ক); পরাশ্রয়ী বর্ণ তিনটি: ং, ঃ, ঁ।

১৩। ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে কী বলে? [য.বো.'২২, ঢা বো.' ১৬]
(ক) বর্ণ (খ) চিহ্ন
(গ) অক্ষর (ঘ) বর্ণমালা Ⓐ ক
ব্যাখ্যা: (ক); বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূপ।

১৪। বাংলা বর্ণমালায় মোট কতটি সরল বা অসংযুক্ত বর্ণ আছে? [চ.বো.'২২]
(ক) ১১ টি (খ) ৩৯ টি (গ) ৪৯ টি (ঘ) ৫০ টি Ⓐ ঘ
ব্যাখ্যা: (ঘ); বাংলা বর্ণমালার মোট ৫০টি বর্ণকেই সরল বা অসংযুক্ত বর্ণ বলা হয়।

১৫। কোনো ভাষার বাক্প্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো কী পাই? [ব.বো.'২২]
(ক) বর্ণ (খ) ধ্বনি
(গ) মৌলিক ধ্বনি (ঘ) মৌলিক বর্ণ Ⓐ গ

১৬। বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের ফলা কয়টি? [ম.বো.'২২]
(ক) পাঁচ (খ) ছয় (গ) সাত (ঘ) আট Ⓐ খ

১৭। মাত্রাহীন, অর্ধমাত্রা এবং পূর্ণমাত্রা বর্ণের সংখ্যা যথাক্রমে—
(ক) ৮, ১০, ৩২ (খ) ৮, ১২, ৩০ [চ.বো.'২০]
(গ) ১০, ৮, ৩২ (ঘ) ১২, ৮, ৩০ Ⓐ গ

১৮। উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির সঙ্গে কোন স্বরধ্বনিটি যোগ করা হয়? [সি.বো.'২০]
(ক) ই (খ) উ (গ) অ (ঘ) এ Ⓐ গ

মূল বইয়ের MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [রা.বো.'২৪; ম.বো.'২৪,২৩; ব.বো.'২৩]
(ক) ৬ (খ) ৭
(গ) ১০ (ঘ) ১১ ⓚ খ

০২। কোন ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে মুখগহ্বরের কোথাও বাধা পায় না?
(ক) স্বরধ্বনি (খ) ব্যঞ্জনধ্বনি
(গ) মৌলিকধ্বনি (ঘ) যুগ্মধ্বনি ⓚ ক

০৩। ধ্বনির প্রতীককে বলা হয়— [কু.বো.'২৩; য.বো.'২২]
(ক) শব্দ (খ) বাক্য
(গ) বর্ণ (ঘ) ভাষা ⓚ গ

০৪। ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারবর্ণ বা হস্‌চিহ্ন না থাকলে কোন ধ্বনি আছে বলে ধরে নেওয়া হয়?
(ক) [অ] (খ) [আ]
(গ) [ই] (ঘ) [উ] ⓚ ক

০৫। 'ষ্ণ' যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ দিয়ে তৈরি? [চ.বো.'২৩]
(ক) ঞ এবং ষ (খ) ষ এবং ঞ
(গ) ষ এবং ণ (ঘ) ণ এবং ষ ⓚ গ

০৬। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয়- [য.বো.'১৯]
(ক) কারবর্ণ (খ) অনুবর্ণ (গ) ফলা (ঘ) রেফ ⓚ ক

০৭। ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম—
(ক) কারবর্ণ (খ) অনুবর্ণ
(গ) ফলা (ঘ) রেফ ⓚ খ

০৮। নিচের কোন জোড়টি যুক্তবর্ণের রূপভেদকে প্রকাশ করে?
(ক) স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ (খ) কার ও ফলা
(গ) স্বচ্ছ ও যুক্ত (ঘ) অস্বচ্ছ ও উন্মুক্ত ⓚ ক

০৯। বাংলা কারবর্ণের সংখ্যা—
(ক) ৯ (খ) ১০ (গ) ১১ (ঘ) ১২ ⓚ খ

১০। বাংলা সংখ্যাবর্ণ কয়টি?
(ক) ৭ (খ) ৮ (গ) ১০ (ঘ) ১১ ⓚ গ

গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাকটিস প্রবলেম

সময়: ১০ মিনিট **MCQ** পূর্ণমান: ১০

০১। বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনির সংখ্যা কত?
(ক) ৫০ (খ) ৩৭ (গ) ৭ (ঘ) ৩৯

০২। বাংলা ভাষায় ধ্বনি কত প্রকার?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৩৭ (ঘ) ৫০

০৩। কোনটি মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি নয়?
(ক) ড় (খ) ঢ় (গ) ঞ (ঘ) ঙ

০৪। কার বর্ণযুক্ত হতে পারে ব্যঞ্জনবর্ণের –
(ক) উপরে (খ) নিচে (গ) পরে (ঘ) সবগুলো

০৫। বাংলা বর্ণমালায় মূল বর্ণের পাশাপাশি থাকে—
(ক) কারবর্ণ, যুক্তবর্ণ, সংখ্যাবর্ণ ও ব্যাকেট/বন্ধনী
(খ) কারবর্ণ, যুক্তবর্ণ, অনুবর্ণ ও সংখ্যাবর্ণ
(গ) সংখ্যাবর্ণ, কারবর্ণ, অনুবর্ণ ও যতিচিহ্ন
(ঘ) কোনোটিই নয়

০৬। 'ৎ' বর্ণটি কোন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ?
(ক) হ (খ) ত (গ) থ (ঘ) দ

০৭। কোন বর্ণের স্বতন্ত্র ব্যবহার নেই?
(ক) কারবর্ণের (খ) স্বরবর্ণের
(গ) ব্যঞ্জনবর্ণের (ঘ) যৌগিক স্বরবর্ণের

০৮। যুক্তবর্ণ লেখার সময়ে সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত বর্ণকে কী বলে?
(ক) অনুবর্ণ (খ) রেফ
(গ) বর্ণসংক্ষেপ (ঘ) ফলা

০৯। কোনটি অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ?
(ক) ক্ত (খ) ল্প (গ) ক্ট (ঘ) শ্চ

১০। কোনটি স্বচ্ছ যুক্তবর্ণ?
(ক) গ্ধ (খ) ক্ষ (গ) ত্ত (ঘ) স্ফ

উত্তরপত্র

০১	খ	০২	ক	০৩	গ	০৪	ঘ	০৫	খ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	ক	১০	ঘ

প্র্যাকটিস MCQ এর ব্যাখ্যা

০১। ব্যাখ্যা: ৩০টি মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ও ৭টি মৌলিক স্বরধ্বনি।
০৪। ব্যাখ্যা: কার বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের আগে, পরে, উপরে, নিচে বা উভয়দিকে যুক্ত হয়।
০৯। ব্যাখ্যা: 'ক্ত' যুক্তবর্ণের মূল বর্ণদ্বয় চেনা যায় না, তাই এটি অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ।

পরিচ্ছেদ ০৬
স্বরধ্বনি

সাধারণ আলোচনা

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায়-না, তাদেরকে স্বরধ্বনি বলে। স্বরধ্বনি নির্দেশক বর্ণকে বলা হয় স্বরবর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ রয়েছে ১১টি। তবে মৌলিক স্বরধ্বনি রয়েছে ৭টি। এগুলো হলো: [অ], [আ], [ই], [উ], [এ], [ও], [অ্যা]।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সংবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণে – ঠোঁট কম খোলা থাকে।
- বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণে – ঠোঁট বেশি খোলা থাকে।

❖ **উচ্চারণের সময় জিভের উপরে ওঠা ও নিচে নামা অনুযায়ী স্বরধ্বনি ৪ প্রকার:**

(i) উচ্চ স্বরধ্বনি: [ই], [উ]	(ii) উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি: [এ], [ও]
(iii) নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি: [অ্যা], [অ]	(iv) নিম্ন স্বরধ্বনি: [আ]

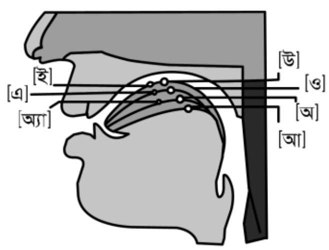

চিত্র: জিভের উচ্চতা ও অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনির উচ্চারণ।

❖ **জিভের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি ৩ প্রকার:**

(i) সম্মুখ স্বরধ্বনি: [ই], [এ], [অ্যা]।	(ii) পশ্চাৎ স্বরধ্বনি: [অ], [ও], [উ]।
(iii) মধ্য স্বরধ্বনি: [আ]; [আ]-কে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনিও বলা হয়।	

❖ **ঠোঁটের উন্মুক্তির ভিত্তিতে স্বরধ্বনি ৪ প্রকার:**

(i) সংবৃত স্বরধ্বনি: [ই], [উ]	(ii) অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি: [এ], [ও]
(iii) অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি: [অ্যা], [অ]	(iv) বিবৃত স্বরধ্বনি: [আ]

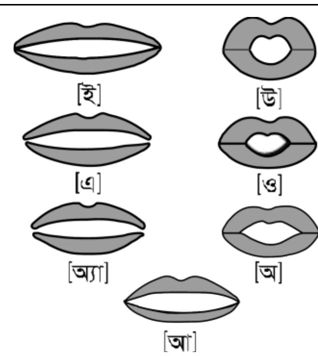

চিত্র: ঠোঁটের উন্মুক্তির ভিত্তিতে স্বরধ্বনির উচ্চারণ

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান: সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ	ঠোঁটের উন্মুক্তি
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ	অর্ধ-বিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

স্বরধ্বনি উচ্চারণের ছক

- স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা বোঝাতে স্বরবর্ণের উপর চন্দ্রবিন্দু (ঁ) ব্যবহৃত হয়।
- অনুনাসিক ধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ু একইসাথে নাক ও মুখ দিয়ে বের হয়।
- অনুনাসিক স্বরধ্বনি ৭টি: [অঁ], [আঁ], [ইঁ], [উঁ], [এঁ], [ওঁ], [অ্যাঁ]।
- স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত না হলে তাকে বলে— অর্ধস্বরধ্বনি।
- অর্ধস্বরধ্বনি টেনে দীর্ঘ করা যায় না বা পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না।
- বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি চারটি: [ই̯], [উ̯], [এ̯] এবং [ও̯]।
- পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে তাকে বলে— দ্বিস্বরধ্বনি।
  দ্বিস্বরধ্বনির আরেক নাম যৌগিকস্বর বা যগ্মস্বর।
- 'আ' একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি।
- বাংলা ভাষায় দ্বিস্বরধ্বনির সংখ্যা— ২৫টি।
- বাংলা বর্ণমালায় দ্বিস্বরধ্বনি নির্দেশক বর্ণ রয়েছে দুটি: ঐ এবং ঔ।

কিছু দ্বিস্বরধ্বনির উদাহরণ:
[আই̯]: তাই, নাই
[এই̯]: সেই, নেই
[আও̯]: যাও, দাও
[আএ̯]: খায়, যায়
[উই̯]: দুই, রুই
[অএ̯]: নয়, হয়
[ওউ̯]: মৌ, বই
[ওই̯]: কৈ, দই
[এউ̯]: কেউ, ঘেউ

জেনে রাখা ভালো

✓ ২০২০ সালের বই অনুযায়ী: ঐ (অ+ই); ঔ (অ+উ)।
✓ ২০২২ ও ২০২৩ সালের বই অনুযায়ী: ঐ (ও+ই); ঔ(ও+উ)।

বোর্ড MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। 'চাই' শব্দের পূর্ণ স্বরধ্বনি কোনটি? [ঢা.বো.'২৪]
(ক) [ই] (খ) [আ] (গ) চ (ঘ) গ ⓚ খ

০২। বিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? [রা.বো.'২৪]
(ক) এ (খ) ও (গ) অ (ঘ) আ ঘ

০৩। নিচের কোন শব্দটিতে অর্ধস্বরধ্বনি রয়েছে? [সি.বো.'২৪]
(ক) চাই (খ) যাও
(গ) বউ (ঘ) সেই
ব্যাখ্যা: সবগুলোই সঠিক উত্তর।

০৪। বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি কতটি? [ব.বো.'২৪; চ.বো.'২৩]
(ক) দুইটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি গ
ব্যাখ্যা: (গ); [ই̯], [উ̯], [এ̯], এবং [ও̯]।

০৫। মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে বায়ু- [য.বো.'২৪]
(ক) শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।
(খ) শুধু নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে।
(গ) নাক ও মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।
(ঘ) আল জিহ্বায় বাধা পেয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ক

০৬। অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে কোনটি নিচে নেমে আসে?
(ক) ওষ্ঠ (খ) আলজিভ [দি.বো.'২৪]
(গ) মূর্ধা (ঘ) কোমল তালু ঘ

০৭। 'মৌ, বউ' শব্দের উচ্চারণের মধ্যে কোন কোন স্বরধ্বনি রয়েছে?
(ক) আ + ই̯ (খ) আ + উ̯ [রা.বো.'২৩]
(গ) ও + উ̯ (ঘ) অ + ই̯ গ

০৮। ঠোঁট খোলা বা বন্ধ থাকার ভিত্তিতে স্বরধ্বনি কয় ভাগে বিভক্ত? [সি.বো.'২৩]
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ ⓖ

০৯। দ্বিস্বরধ্বনি কয়টি? [সি.বো.'২৩]
(ক) দুটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি ⓚ
[বি.দ্র.: প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় দ্বিস্বরধ্বনি নির্দেশক বর্ণ রয়েছে দুটি: ঐ এবং ঔ। তবে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষায় দ্বিস্বরধ্বনি মোট ২৫ টি।]

১০। নিচের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী সম্মুখ স্বরধ্বনি কোনগুলো? [ব.বো.'২৩]
(ক) এ, ও (খ) অ, ও
(গ) আ, অ (ঘ) ই, এ ⓖ

১১। 'চাই' শব্দের মধ্যে কোন কোন স্বরধ্বনি আছে? [কু.বো.'২৩]
(ক) আ + ই্‌ (খ) আ + এ্‌
(গ) অ + ই্‌ (ঘ) অ + এ্‌ ⓚ

১২। 'লাউ' – এখানে পূর্ণ স্বরধ্বনি কোনটি? [দি.বো.'২৩]
(ক) উ (খ) আ
(গ) ও (ঘ) এ ⓧ

১৩। অর্ধ স্বরধ্বনির উদাহরণ কোনটি? [ম.বো.'২৩]
(ক) ঐ (খ) ঔ
(গ) আ (ঘ) ই্‌ ⓖ

১৪। কোন ধ্বনি উচ্চারণে চোয়াল বেশি ফাঁক হয়? [য.বো.'২২]
(ক) 'আ' ধ্বনি
(খ) 'অ' ধ্বনি
(গ) 'ই' ধ্বনি
(ঘ) 'উ' ধ্বনি ⓚ
ব্যাখ্যা: (ক); 'আ' বিবৃত স্বরধ্বনি বলে এর উচ্চারণে চোয়াল সবথেকে বেশি ফাঁক হয়।

১৫। বাংলা বর্ণমালায় দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন কয়টি?
(ক) ২টি (খ) ৩টি [কু.বো.'২২]
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি ⓚ
ব্যাখ্যা: (ক); দ্বিস্বরধ্বনির চিহ্ন দুটি– ঐ, ঔ।

১৬। বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কয়টি? [ম.বো.'২২, ব.বো.'২০, সি.বো.'১৯, কু.বো.'১৬, ঢা.বো.'১৫]
(ক) ২২ টি (খ) ২৩ টি
(গ) ২৪ টি (ঘ) ২৫ টি ⓖ

১৭। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ দুইটি কী কী? [ঢা.বো.'২২, য.বো., ব.বো.'১৬, কু.বো.'১৯, কু.বো.'২০]
(ক) উ এবং ঊ (খ) এ এবং ঐ
(গ) ঐ এবং ঔ (ঘ) ই এবং ঈ ⓖ
ব্যাখ্যা: (গ); বাংলা বর্ণমালায় দ্বিস্বরধ্বনির (যৌগিক স্বরধ্বনি) লিখিত বর্ণ দুইটি– ঐ এবং ঔ।

১৮। বাংলায় 'ঋ' কে কী বলা যায় না? [কু.বো.'২০]
(ক) ধ্বনি (খ) বর্ণ
(গ) ব্যঞ্জনধ্বনি (ঘ) স্বরধ্বনি ⓖ

মূল বইয়ের MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। উচ্চারণের সময়ে জিভের কোন অবস্থানের কারণে স্বরধ্বনি ভাগ করা হয়?
(ক) উচ্চতা (খ) সম্মুখ
(গ) পশ্চাৎ (ঘ) সবগুলোই সঠিক ⓖ

০২। 'উ' উচ্চারণের সময়ে জিভের অবস্থান–
(ক) উচ্চ-সম্মুখ (খ) নিম্ন-সম্মুখ
(গ) উচ্চ-পশ্চাৎ (ঘ) নিম্ন-পশ্চাৎ ⓖ

০৩। 'আ' উচ্চারণের সময়ে ঠোঁটের উন্মুক্তি কেমন? [কু.বো.'২৪]
(ক) সংবৃত (খ) অর্ধ-সংবৃত
(গ) বিবৃত (ঘ) অর্ধ-বিবৃত ⓖ

০৪। জিভের সম্মুখ বা পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি কত প্রকার?
(ক) দুই (খ) তিন [ম.বো.'২৪]
(গ) চার (ঘ) পাঁচ ⓧ

০৫। বাংলা স্বরবর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয় কী বোঝাতে?
(ক) হ্রস্বস্বর (খ) দীর্ঘস্বর
(গ) অনুনাসিকতা (ঘ) ব্যঞ্জনা ⓖ

০৬। যে সকল স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না তাদের বলে-
(ক) হ্রস্বস্বর (খ) অর্ধস্বর
(গ) দীর্ঘস্বর (ঘ) পূর্ণস্বর ⓧ

০৭। পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে মিলে হয়–
(ক) স্বরধ্বনি
(খ) মৌলিক স্বরধ্বনি
(গ) স্বল্প স্বরধ্বনি
(ঘ) দ্বিস্বরধ্বনি ⓖ

০৮। 'লাউ' শব্দের মধ্যে কোন কোন স্বরধ্বনি আছে?
(ক) অ + ই্‌ (খ) আ + ই্‌
(গ) আ + এ্‌ (ঘ) আ + উ্‌ ⓖ

গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাকটিস প্রবলেম

MCQ

সময়: ১০ মিনিট পূর্ণমান: ১৫

০১। স্বরধ্বনিকে ভাগ করার মানদণ্ড কোনটি?
(ক) জিভের উচ্চতা
(খ) জিভের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান
(গ) ঠোঁটের উন্মুক্তি
(ঘ) উপরের সবগুলো

০২। 'অ্যা' ধ্বনির উচ্চারণে জিভের অবস্থান থাকে–
(ক) উচ্চ-মধ্য পশ্চাৎ
(খ) উচ্চ-মধ্য সম্মুখ
(গ) নিম্ন-মধ্য সম্মুখ
(ঘ) নিম্ন-মধ্য পশ্চাৎ

০৩। 'ই' ধ্বনির উচ্চারণস্থান কোনটি?
(ক) উচ্চ-পশ্চাৎ (খ) উচ্চ-সম্মুখ
(গ) উচ্চ-মধ্য পশ্চাৎ (ঘ) উচ্চ-মধ্য সম্মুখ

০৪। 'আ' ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের উচ্চতা–
(ক) উচ্চ (খ) উচ্চ-মধ্য
(গ) নিম্ন-মধ্য (ঘ) নিম্ন

০৫। 'ও' ধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁটের উন্মুক্তি কেমন?
(ক) অর্ধ-সংবৃত (খ) অর্ধ-বিবৃত
(গ) সংবৃত (ঘ) বিবৃত

০৬। নিচের কোন দুটি উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি?
(ক) এ,ও (খ) ও, আ
(গ) ই, উ (ঘ) অ,অ্যা

০৭। উচ্চারণের সময় জিভ কতটা উপরে ওঠে বা কতটা নিচে নামে সেই অনুযায়ী স্বরধ্বনি কত প্রকার?
(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৭

০৮। জিভের সম্মুখ-পশ্চাৎ অনুযায়ী 'আ' ধ্বনির অবস্থান কোনটি?
(ক) সম্মুখ স্বরধ্বনি (খ) মধ্য স্বরধ্বনি
(গ) পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (ঘ) কোনোটিই নয়

০৯। স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁট কী পরিমাণ উন্মুক্ত হয়, তার ভিত্তিতে স্বরধ্বনি কত প্রকার?
(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ২ (ঘ) ৬

১০। সংবৃত স্বরধ্বনি–
(ক) ই, উ (খ) এ, ও (গ) অ, অ্যা (ঘ) আ, ও

১১। কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁট বেশি খোলে?
(ক) সংবৃত (খ) অর্ধ-সংবৃত
(গ) বিবৃত (ঘ) উপরের সবগুলো

১২। মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ অনুনাসিক হয় কখন?
(ক) যে কোনো সময়
(খ) কোমল তালু স্বাভাবিক থাকলে
(গ) কোমল তালু খানিকটা নিচে নামলে
(ঘ) কোমল তালু খানিকটা উপরে উঠলে

১৩। বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি কয়টি?
(ক) ৪ টি (খ) ৫ টি (গ) ৬ টি (ঘ) ৭ টি

১৪। 'দুই' শব্দে নিহিত দ্বিস্বরধ্বনি–
(ক) উ (খ) ঐ (গ) ঔ (ঘ) উই

১৫। 'কৈ' শব্দে কোন কোন স্বরধ্বনি আছে?
(ক) অ + ই (খ) আ + ই
(গ) ও + ই (ঘ) আ + এ

উত্তরপত্র

০১	ঘ	০২	গ	০৩	খ	০৪	ঘ	০৫	ক	০৬	ক	০৭	খ	০৮	খ	০৯	খ	১০	ক
১১	গ	১২	গ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	গ										

প্র্যাকটিস MCQ এর ব্যাখ্যা

০৩। ব্যাখ্যা: 'ই' ধ্বনির উচ্চারণের সময় জিভের অবস্থান মুখ-গহ্বরের সামনে উপরের দিকে থাকে, তাই একে উচ্চ-সম্মুখ স্বরধ্বনি বলে।

০৪। ব্যাখ্যা: 'আ' ধ্বনির উচ্চারণে জিভ মুখ–গহ্বরের একেবারে নিচে অবস্থান করে। এখানে জিভের উচ্চতা বলায় উত্তর (ঘ) হয়েছে। জিভের অবস্থান বলা হলে উত্তর হতো (গ)।

০৭। ব্যাখ্যা: জিভের উচ্চতা অনুযায়ী স্বরধ্বনির প্রকারভেদ: উচ্চ স্বরধ্বনি, উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি, নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি ও নিম্ন স্বরধ্বনি।

০৯। ব্যাখ্যা: ঠোঁটের উন্মুক্তির ভিত্তিতে স্বরধ্বনির প্রকারভেদ: সংবৃত, অর্ধ-সংবৃত, অর্ধ-বিবৃত ও বিবৃত।

১২। ব্যাখ্যা: মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় কোমল তালু খানিকটা নিচে নেমে গেলে কিছুটা বায়ু নাক দিয়েও বের হয়। এর ফলে ধ্বনিগুলো অনুনাসিক হয়ে যায়।

১৩। ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি ৪টি: [ই̯], [উ̯], [এ̯]এবং [ও̯]।

১৫। ব্যাখ্যা: 'কৈ' শব্দে দ্বিস্বরধ্বনি [ওই̯] নিহিত আছে। [ওই̯] দ্বিস্বরের ধ্বনি নির্দেশক বর্ণ 'ঐ' বর্ণমালায় থাকায় 'ঐ'-এর কার চিহ্ন দিয়ে শব্দটি লেখা হয়েছে।